অঞ্জলি
১৪১৩
Anjali
the offering
Pujari Atlanta
Durga Puja 2006

অঞ্জলি

Anjali

the offering

EDITOR

Sutapa Datta

EDITORIAL ASSISTANCE

Asit Chakraborty
Diya Chakraborty
Sudipto Ghose
Indrani Ghose
Subhojit Roy
Anindya De

COVER DESIGN & LAYOUT

Sutapa Datta & Amitabha Datta

BANGLA TYPESETTING

Diya Chakraborty

ILLUSTRATIONS

Shyamoli Das

PHOTOGRAPHY

Samaresh Mukhopadhyay

Disclaimer

The opinions expressed in the articles are the sole responsibility of the authors. Pujari or any of its editors are not responsible for any damages, implicit or incidental, resulting out of the opinions or ideas expressed in these articles. Anjali is a non-religious and a non-political magazine and does not publish any articles that allude to any religion or political party.

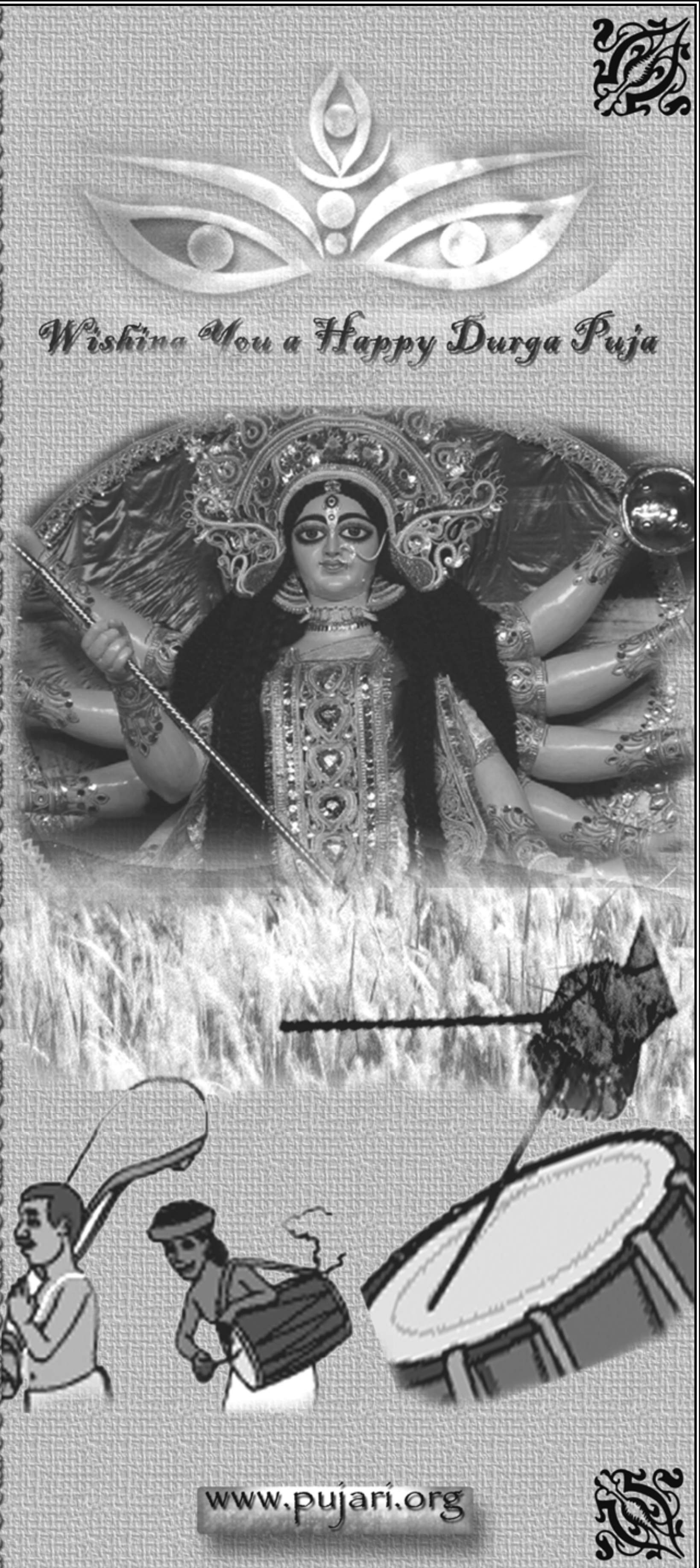

1 *Editorial* / সম্পাদকের কলম

11 **সাক্ষাৎকার :** ডঃ সুগতা সেন

17 *A Tribute – Ustad Bismillah Khan*
Amitava Sen

Short Story / ছোট গল্প

2 রবি ও সোম - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
48 নির্বাক - মায়া রক্ষিত
42 অকাল্পনিক - প্রসেনজিৎ দত্ত
28 সূর্যাস্তের পর - গীতা সেন
60 Suburban Living – Aradhana Bhattacharya
54 None of her Business – Deepanita J Chakraborty
26 স্বীকারোক্তি - সুস্মিতা মহালনবীশ

Humor Stories / রম্যরচনা

47 ছোটবেলার রকমফের - শুভশ্রী নন্দী
41 সৃষ্টির উন্নতি - মনোজিৎ ঘোষাল
20 মজারু - শ্যামল দাশগুপ্ত
10 ওরা দুজনে - নবনীতা দেবসেন

Poems / কবিতাগুচ্ছ

33 প্রশ্ন - সব হারানোর পরে - অজিত কুমার দে
রাত-ভোরে এ শহর - সুমিতা ঘোষ

34 স্বপ্নের-ই মায়াজাল - অমিতাভ সেন
যাদুমুখোশ, সেই চেনা নদী - সরিৎ দাস

35 সাড়া দিয়ে বাংলা মায়ের টান - শুভজিৎ রায়
জীবনান্দ ও আমি - সমীর ব্যানার্জ্জী
ফুটবল খেলায় মুগ্ধ বাঙালী - শুভজিৎ রায়

36 আশা - ঋত্বিকা কর
সপ্তাহ - শংকর মুখার্জ্জী
আমি যেন সেই চিল - রূপ কুমার কর
ছোট্ট নদী - সুতপা দাস

37 Presenting: A Monday in the Life of a Eighth Grader - Sampriti De

38 Life's Surprises – Subhojit Roy
Just for a while – Iti Nautiyal

37 *Amazing Facts* – Tinny Datta

11

42

37

Essay / প্রবন্ধ

63 রবীন্দ্রনাথ ও ঋতু উৎসব - ডঃ সুমিত্রা খাঁ

15 Swami Ram Deva – The Indian Astha
- Geeta Chada Yadav

30 অপ্রকৃত মাত্রই অপার্থিব নয় - সমর মিত্র

Social Awareness / সমাজ চেতনা

39 শ্রীরামকৃষ্ণ ও অধ্যাত্মবাদ - অসিত কুমার চক্রবর্ত্তী

45 Sai Baba of Shirdi – The Self Effacing Spirit of India
Sutapa Datta

Reminiscence / স্মৃতিচারণ

21 Oh Calcutta! Jaba Ghosh

4 প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য - শ্যামলী দাস

19 স্বপ্নের হাত ধরে - জবা চৌধুরী

58 Dida – Womanhood Personified – Arunima Das Gupta

Health & Beauty / স্বাস্থ্য ও রূপচর্চা

53 Laser Technique – An interview with Dr Rekha Singh

50 চিরযৌবনের উৎস সন্ধানে? - অসিত নারায়ণ সেনগুপ্ত

Travel Story

22 My Peace Corps Experience in Fiji – Atasi Das

Business Review

64 Steel business has a huge world of opportunities in the Asian region - Jaydip Ghosh

Pujari Kids

69 Contributors: Nil, Briti, Moyna, Novonil, Shayak, Astha, Ananya, Ishita, Diya, Sampriti, Priyansha & Tanya Yadav,

66 Gulab Jamun – Sarat Kumar Mukhopadhyay

73 Community News – Pujari Kids' Achievements
Chhotoder Aalapon Kids' Contest Winners'

75 Recipes – Ratna Bagchi

39

10

15

সম্পাদকের কলম

বর্ষার কালো মেঘের ঘনঘটা আর নেই ।সাদা মেঘের ঝলমলে শুভ্রতায় ভরে উঠেছে আকাশ । দিকে দিকে আজ কাশ ফুলের সমারোহ। বছর ঘুরে আবার এসেছে শারোদোৎসব, দুর্গাপূজা । মা এসেছেন আমাদের হৃদয়ে। তাই খুশীর রিনিঝিনি।

বাঙালী জীবনে দুর্গাপূজা ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এ আমাদের অত্যন্ত প্রিয় বাৎসরিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলন উৎসব। পুজারীর সমস্ত সদস্য ও পৃষ্ঠপোষক নিয়ে আমরা এক বৃহৎ পরিবার। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুত পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক কাঠামো আর কম্প্যুটার-ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রিত জীবন থেকে নিস্তার দেয় এই দুটো দিনের হই হই আর আনন্দ। মনে হয় আবার শৈশবে ফিরে গিয়েছি। কলির মতো ছোটো বাচ্চাদের নৃত্য, হাসি, নাটক ও গানের সমাহার আমাদের যেন অন্য একটা জগতে নিয়ে যায়। এই দৃশ্য পুজারীর নিষ্ঠাবান কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল।

আমাদের এখানে দুর্গাপূজা মানেই আড্ডা, জোরদার খাওয়া-দাওয়া। আর তারই ফাঁকে নাটক, গান বিভিন্ন অনুষ্ঠান, যার প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয় মাস তিনেক আগে থেকে। প্রস্তুতি বলতে - রিহার্সাল - সঙ্গে অবশ্যই উপরি পাওনা আড্ডা। এবার আসি আমাদের প্রিয় 'অঞ্জলি'র কথায়। আমাদের 'অঞ্জলি' এখন সর্বজনবিদিত। দেশের দিপ্যমান লেখকেরা আমাদের পত্রিকায় লেখা দিয়ে আমাদের পত্রিকার মান উন্নত করেছেন। এবার থেকে আমাদের 'অঞ্জলি' পড়া যাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমেও। সকলের কাছে একটাই আবেদন আমাদের 'অঞ্জলি'-কে আরও সমৃদ্ধ করতে সবাই এগিয়ে আসুন।

আদ্যাশক্তি মা একাধারে মহিষাসুর মর্দিনী অসুর-দলনী, অন্যদিকে আবার জগন্মাতা সর্ব কল্যানময়ী, স্নেহময়ী। মা ভক্ত সন্তান সন্ততিদের দেন অভয়বানী আর অকুণ্ঠ আশীর্বাদ। কদিনের জন্য মা এসেছেন আমাদের অতিথি হয়ে। অবশ্যই তিনি ঐশ্বর্যময়ী, নানা অস্ত্র ও অলঙ্কার বিভূষিতা, মৃন্ময়ী দেবী প্রতিমা। কিন্তু চিন্ময়ী মা স্থান, কাল নির্বিশেষে সর্ব সময়ে সব সন্তান হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

সর্ব মঙ্গলা মা, তোমার মঙ্গলময় দৃষ্টিতে সবার দুঃখ মুছে যাক। তোমার শুভ শক্তিতে বিশ্ব থেকে মুছে যাক যাবতীয় অশুভ, অকল্যাণ। আমাদের মন থেকে দূর হয়ে যাক যাবতীয় দীনতা ও মলিনতা। তোমার দৃষ্টি-প্রদীপের আলোয় পুড়ে যাক আমাদের ক্ষুদ্র 'অহং' ও সংস্কার। পৃথিবীকে যেন আমরা দেখতে শিখি জ্ঞান ও মুক্ত-বুদ্ধির আলোয়। মায়ের শক্তি সর্বত্র, মায়ের শক্তিই আরাধ্য, মায়ের শক্তিই আনন্দ, তাইতো আমরা বলি -

'শক্তি যেথায় বিজয় সেথায়,
সমৃদ্ধি নাও তুলে।
শক্তি যেথায় শান্তি সেথায়,
নাচে বাঁধন খুলে।
শক্তি যেথায় স্পর্শ সেথায়,
শক্তি সবার মূলে।'

সবাই কে আজ আহ্বান জানাই, মা শক্তির আরাধনায় সমবেত হয়ে সেই আনন্দের সম্পূর্ণ অংশীদার হতে। এসো, প্রনত হয়ে সবাই মিলে জন্মদাত্রী শক্তিমাতার উদ্দেশ্যে বলি--''রূপং দেহী, জয়ং দেহি, দ্বিশো জহি'' .কৃপা করে আনন্দময়ী মা যদি আমাদের দ্বিশোজহি করেন তবে প্রত্যেকের প্রেম, প্রীতি ও শুভেচ্ছার আলিঙ্গনে মাতৃপূজা সার্থক হয়ে উঠবে। আসুন সবাই এই ইচ্ছা জানিয়ে মাকে জানাই প্রনাম।

-অঞ্জলি সম্পাদকবৃন্দ

Editorial

This is the time when we look around and see the earth dressed in all its glory. The dark clouds of the monsoon have cleared off giving way to a sun kissed earth and pastures afresh. The sky is clear and white fleecy clouds float in gay abundance. Durga Puja – the celebration of strength, the celebration of power, the celebration of beauty and most importantly, the celebration of womanhood is here!!!

The sound of the conch shells, the full throated chanting of the Chandi (Veda), pushpanjali (offering of flowers to the goddess) and incense that fills the air around us marks the advent of this glorious festival.

Come, and join us in the grandeur of rituals and the biggest celebration of the Bengalis – Sharod Utsav 2006. It is my pleasure to say that our Anjali is evolving every year, ever since its inception. There is no doubt that our readers and contributors are responsible for empowering Anjali from every angle. With the advent of technology, to be more precise, internet – Anjali is reaching readers at every corner of the globe. It is my immense pleasure to be able to reach our homeland through the literary bundle – Anjali! It makes us happier to receive feedbacks from our readers. I extend my sincere gratitude to all our contributors and readers to help us evolve every year.
May Goddess Durga give us her esteemed blessings for the qualitative enhancement, continuity, and sustainability of Anjali.

Sutapa Datta

Pujari Executive Committee 2006
& Board Of Directors

Vice President
Anindya De

President
Sudipto Ghose

Chairman: BOD
Sharmila Roy

BOD: Gouranga Banik

Vice President
Sanjay Chatterjee

Publication Secretary
Sutapa Datta

BOD: Kallol Nandi

BOD: Rituparna Roy

Secretary
Pabitra Bhattacharya

Cultural Secretary
Prabir Bhattacharyya

Treasurer: Sushanta Saha

BOD: Amitabha Datta

Secretary
Prabir Nandi

Public Relations
Soumya Kanti Das

Webmaster
Raja Roy

BOD: Samaresh
Mukhopadhyay

রবি ও সোম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

রবি নেমে যাচ্ছেন সিঁড়ি দিয়ে, সোম বসে আছেন বারান্দায়। রবির কাছে অনেক মানুষজন এসেছে, বৈঠকখানা ঘরে বসে আছে সাক্ষাৎপ্রার্থীরা। রবি সে ঘরে ঢুকতেই অনেকে উঠে দাঁড়ালো।

সোম রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়াচ্ছেন শালিক পাখিদের। এক একটা টুকরো নিয়ে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে উড়ে যাচ্ছে শালিক পাখিরা। আবার ফিরে আসছে। একটু দূরে করুণ মুখ করে রেলিং-এর ওপর বসে আছে দুটি চড়ুই পাখি। ওরা শালিকের সঙ্গে রুটি ভাগাভাগি করতে সাহস পায়না। একটু পরে সোম শালিকদের বললেন, এই, এবার তোরা সর। ওদের আসতে দে। শালিকরা কুটিতং কুটিতং বলে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ওরা জায়গা ছাড়বে না। কেউ তো জায়গা ছাড়তে চায় না।

সোম একটা রুটির টুকরো জোড়ে ছুঁড়ে দিলেন চড়ুই পাখিদের দিকে। আলসেতে এক কাক লুকিয়ে বসে ছিল, এতক্ষণ দেখা যায়নি, চড়ুইরা ধরার আগেই কাকটা উড়ন্ত অবস্থায় সেই টুকরোটা লুফে নিয়ে পালালো। ঠিক ডাকাতের মতন।

এ বাড়িতে জুড়ি গাড়ি সদ্য বিদায় করে কেনা হয়েছে মোটর গাড়ি। রবি সদলবলে সেই গাড়িতে চাপলেন, রামমোহন লাইব্রেরী হলে তাঁকে বক্তৃতা দিতে হবে।

সোম ভেতরে গিয়ে সব দরজা-জানালা বন্ধ করে বসে রইলেন অন্ধকার ঘরে।....

একটি মেয়ে এসেছে, বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে খুঁজছে যেন কাকে। তার হাতে একগুচ্ছ গোলাপ। সে কিশোরী থেকে সদ্য যুবতী হয়েছে, কী অপূর্ব তার রূপ, মুখখানি যেন জ্যোৎস্না মাখা, মাথা ভর্তি কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, ডাগর চক্ষু দুটি হরিণীকেও হার মানায়।

বারান্দার অন্য প্রান্তে রবিকে দেখতে পেয়েই তরুণীটি বালিকা হয়ে ছুটে গেল। তার দু'পায়ে নাচের ছন্দ, সে ছড়িয়ে গেল তার শরীরের দিব্য সুগন্ধ।

সোম এবার মুখ তুলে বললেন, এসো তো আমার নীল পরী!
অমনি ডানার শব্দ করে উড়ে এসে একটি ফুটফুটে পরী দাঁড়ালো তার সামনে। ডানা দুটি গুটিয়ে নিতেই মনে হলো বিশ্বের সব সৌন্দর্য তিল তিল করে জুড়ে তাকে গড়া হয়েছে। তার পোশাক নেই, সিংহিনীর মতন কোমর, স্তন দুটি পূর্ব প্রস্ফুটিত স্থলপদ্মের মতন, ঊরু যেন পারস্যদেশের খড়গ, ঠোঁট দুটি অমৃতমাখা। বাচ্চা ছেলেরা কোনো খেলায় জিতে গেলে যেমন হাসে, সোম সেরকম হেসে বললেন, ফুল আনো নি ? নিয়ে এসো, গোলাপ এনো না, চাঁপা।

....রবি একটা নতুন গান লিখেছেন। সুর দিচ্ছেন গুনগুনিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে কারুকে শিখিয়ে না দিলে তিনি সুর ভুলে যান। দিনু এসব গান চট করে গলায় তুলে নেয়, কিন্তু দিনু এখানে নেই। সুকুমার রায় আর কালিদাস নাগ নামে দুটি যুবক দেখা করতে এসেছে, তাদেরই শেখাতে লাগলেন। সুকুমার যেমন ভাল কবিতা লেখে তেমনি চমৎকার গানের গলা। হঠাৎ বাইরে থেকে একটা সুর ভেসে এলো। অন্য কেউ গাইছে, অন্য গান। এরা দু'জন গান থামিয়ে উৎকর্ণ হলো, একটুক্ষণ শুনে জিজ্ঞেস করলেন, কে গাইছে ? দারুণ ভালো গলা তো!

রবি বললেন, আমার দাদা, সোমদাদা। তোমরা তো জানো না, কী ভালো গাইতেন এক সময়, গানও লিখতেন। ছেলেবেলায় আমরা এক সঙ্গে থাকতাম সব সময়। আমি কবিতা লিখতে শুরু করলে সোমদাদা সবাইকে ডেকে ডেকে শোনাতেন। অনেকে বলতেন, সোমের যা গানের প্রতিভা, সেই তুলনায় রবি কোন ছার।

সুকুমার বললেন, এখনও তো গাইছেন, একটু কাছে গিয়ে শুনি?
ওদের তিনজনকে দেখেই সোমের গান থেমে গেল।
রবি বললেন, সোমদাদা, তুমি এঁদের একটু তোমার গান শোনাও।
সোম লাজুক হেসে আবার ধরলেন অন্য গান, হিং টু টুপাং, কিরি কিরি, চো চো, গিরি গিরি হুম।
সুকুমার আর কালিদাস হতভম্ব হয়ে রবির দিকে তাকালেন, রবি চোখের ইঙ্গিতে তাদের সরে আসতে বললেন।

জমিদার এস্টেট থেকে সব ছেলেরাই মাসে মাসে হাত-খরচ পান। সোমের টাকা সবচেয়ে খরচ হয় তাড়াতাড়ি। সে তার পুষ্যিদের খাওয়ায়। রাস্তার অনেকগুলো কুকুরকে প্রতিদিন জিলিপি খাওয়াতে হয় যে !
রবি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। কী বিশাল তার সম্মান। সারা দেশ গর্ব করছে রবিকে নিয়ে। শান্তিনিকেতনে খবর পাওয়া গিয়েছিল, সেখান থেকে কলকাতায় এসে রবি প্রণাম করেছেন বাড়ির গুরুজনদের।
সোমকে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, তুই নাকি মস্ত প্রাইজ পেয়েছিস ?
রবি বিনীতভাবে বললেন, হ্যাঁ, দাদা, তোমাদেরই সকলের জন্য।
সোম বললেন, তোকে আরও বড় একটা পুরস্কার দিচ্ছি, হাতটা এগিয়ে দে।
তিনি রবির মুঠোতে গুঁজে দিলেন একটা আমলকি।
আকাশের রবির কিরণের মতন মর্ত্যের রবিরও সুনাম ছড়িয়ে পড়ছে সারা পৃথিবীতে। কত দেশ থেকে তাঁর ডাক আসে। সেখানে তিনি যেমন শ্রদ্ধা, সম্মান, সম্বর্ধনা পান, অনেক রাজা -মহারাজার ভাগ্যেও তা জোটে না। তিনি পরিভ্রমণ করছেন বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে।
আর সোম কোথাও যান না। শুয়ে থাকেন নিজের খাটে । তাঁর গায়ের রং চাঁপা ফুলের মতন, হাতের তেলোয় যেন ডালিম ফুলের রং। একাকী নিজেকেই গান শোনান। একটিই তাঁর শখ। মাথায় মাখেন ফুলন তেল। সেই তেলের মিষ্টি গন্ধে পিঁপড়েরা এসে হাঁটে মাথার বালিশে। সোম একটাও পিঁপড়ে মারেন না, সস্নেহে চেয়ে থাকেন তাদের দিকে। বালিশ ছেড়ে উঠে চলে যান।
কেউ তাঁকে কখনও চেঁচিয়ে কথা বলতে শোনে নি। কারুর ওপরে তাঁর কখনো রাগ হয় না। রবির নতুন নতুন গৌরবের খবর তাঁর কানে এলে তিনি রাস্তায় বেড়িয়ে যাকে সামনে পান তাকেই আলিঙ্গন করে মহানন্দে বলেন, শুনেছো ? শুনেছো ?

রাস্তার কুকুরটাকেও তুলে নেন বুকে।

একবার রবি বিশ্বজয় করে ফিরলেন কয়েক মাস পর।
জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এলেই কিছুক্ষণের জন্য রবি এসে বসেন সোমের সামনে।
সোম জিজ্ঞেস করলেন, এবার কোথা থেকে ফিরলি রে ?
রবি বললেন, আমেরিকা।
সোম জিজ্ঞেস করলেন, সে দেশ কত দূরে ?
রবি বললেন, পৃথিবীটা তো গোল। মনে করো, তুমি এইখানে মাটি খুঁড়লে, তারপর খুঁড়তে খুঁড়তে পৃথিবীর ওধারে পৌঁছলে, সেটাই আমেরিকা। আমাদের যখন দিন, ওদের তখন রাত্রি। আমাদের সায়াহ্ন, ওদের উষা। জাহাজে যেতে অনেক দিন লাগে।
সোম বললেন, তার চেয়েও অনেক দূরের দেশে আমি কত কম সময়ে যেতে পারি জানিস ?
রবি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তার চেয়েও দূরের দেশ ?

সোম মুচকি হেসে বললেন, কেন, স্বর্গ। দেখবি, দেখবি ?
সোম মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ বুজলেন।
রবির সঙ্গে আরও কয়েকজন রয়েছে, তারা তাকিয়ে রইলেন সকৌতুকে।

কয়েক মিনিট পরেও সোমের শরীরে কোনো স্পন্দন দেখা যাচ্ছে না বলে উৎকণ্ঠিত হলো সবাই।
রবি নিচু হয়ে স্পর্শ করলেন সোমকে।
সত্যিই সোমের শরীরে প্রাণ নেই। ইচ্ছে করা মাত্র তিনি চলে গেছেন স্বর্গে।

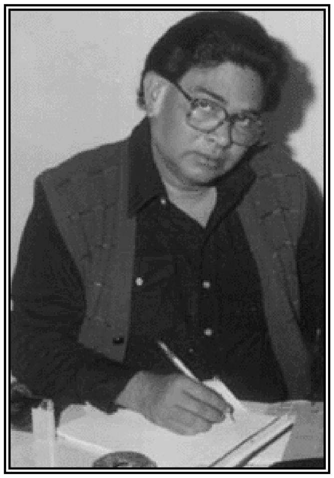

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একজন প্রতিথযশা সাহিত্যিক। জন্ম ১৯৩৪ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে (অধুনা বাংলাদেশ)। বাবা স্বর্গত কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন পেশায় স্কুল শিক্ষক, মা স্বর্গতা মীরা গঙ্গোপাধ্যায়। পড়াশুনা উত্তর কলকাতার টাউন স্কুলে। তারপর সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, দমদম মতিঝিল এবং সিটি কলেজে। অর্থনীতি নিয়ে স্নাতকত্তোর করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তৎকালীন বিভিন্ন সাহিত্যিক ও কবিদের নিয়ে প্রথম সাহিত্য পত্রিকা 'কৃত্তিবাস' প্রকাশ করেন। প্রথম কবিতা 'একটি চিঠি'এবং প্রথম উপন্যাস 'আত্মপ্রকাশ'। প্রথম সম্পাদনা - 'আগামী' সাহিত্য ম্যাগাজিন। 'বারবধূ' চলচ্চিত্রে তিনি প্রথম স্ক্রীপ্ট লেখেন। ওঁর অসামান্য দুটি উপন্যাস নিয়ে বিশ্ববন্দিত পরিচালক সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্র করেছিলেন - 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ও 'প্রতিদ্বন্দী'। 'শোধ' চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের জন্য পান 'স্বর্নকমল' পুরস্কার। সম্প্রতি সমগ্র সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ অবদানের জন্য পান 'রামমোহন' পুরস্কার। কিশোর সাহিত্যে অবদানের জন্য পান 'বিদ্যাসাগর' সাহিত্য পুরস্কার। ইতিহাস নির্ভর উপন্যাস 'সেই সময়' ও 'প্রথম আলোর' জন্য তিনি পান 'সাহিত্য অ্যাকাডেমি' ও 'সরস্বতী সন্মান' পুরস্কার। সুনীলের রচিত কবিতার একটি জনপ্রিয় চরিত্র 'নীরা'। এই জনপ্রিয় চরিত্রটি নিয়ে সম্প্রতি চলচ্চিত্র হয়েছে - 'হঠাৎ নীরার জন্য'। সাহিত্য রচনার পাশে পাশে তিনি অনেক সামাজিক কাজও করে থাকেন। 'পথের পাঁচালী সংগঠন' - এর প্রেসিডেন্ট সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। একজন দায়িত্ববান নাগরিক হিসাবে ২০০২ সালে তিনি কলিকাতার 'শেরিফ' নির্বাচিত হয়েছিলেন। সুনীল অনেক রম্যরচনা, প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন ছদ্মনামে। তাঁর ছদ্মনাম হল যথাক্রমে - 'নীললোহিত', 'সনাতন পাঠক', 'নীল উপাধ্যায়'। প্রধান সাহিত্যের অনুপ্রেরণা তাঁর স্ত্রী স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায় - বিয়ে করেন ১৯৬৭ সালের ২৬ শে ফেব্রুয়ারী, একটি পুত্রসন্তানের জন্ম ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে। সুনীলের পছন্দের রঙ নীল, স্মরণীয় দিন - বিয়ের দিন ও সত্যজিৎ রায়ের ফোন (তাঁর উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত করার জন্য কথা বলেছিলেন)। অপছন্দ - ভুলবোঝাবুঝি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বড় মাপের সাহিত্যকের কথা লিখতে গেলে তো অনেক কথাই লিখতে ইচ্ছে হয়। ওঁর অগাধ পান্ডিত্য ও অন্যান্য গুণ এই স্বল্পপরিসরে বলা সম্ভব নয়। পূজারীর শারদোৎসবের ডাকে সুনীলদার এই অমূল্য লেখাটি আমাদের জন্য একটি মহামূল্য সম্পদ। পূজারীবৃন্দের তরফ থেকে সুনীলদাকে জানানো হোল' সশ্রদ্ধ শারদ শুভেচ্ছা ও ভালবাসা।